সপ্তবিংশতি অধ্যায়

শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান ক্রিয়াযোগ, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন।

পরমেশ্বরের অর্চামূর্তির আরাধনা করার মাধ্যমে আপনা থেকেই মনের শুদ্ধতা এবং সন্তুষ্টি লাভ হয়। তাই এটি হচ্ছে কাম্য ফলের উৎস। শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত না হলে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে, আর তার অসৎ সঙ্গ পরিহার করার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। যথার্থ শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবানের অর্চন পদ্ধতির বিধান সাত্বত শাস্ত্রাদিতে পরমেশ্বর ভগবান প্রদান করেছেন। শ্রীভগবান বর্ণিত এই পদ্ধতি ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব এবং সমস্ত ঋষিগণ কর্তৃক অনুমোদিত, এবং তা স্ত্রীলোক ও শূদ্র সহ মনুষ্য সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের সকলের জন্য যথার্থই কল্যাণজনক।

অর্চন ত্রিবিধ, শ্রীবিগ্রহ অর্চন হতে পারে আদি বেদের অনুসারে, গৌণতন্ত্রের অনুসারে, অথবা এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে। অর্চা বিগ্রহ, ভূমি, অগ্নি, সূর্য, জল এবং উপাসকের হৃদয়, এ-সমস্তই বিগ্রহের উপস্থিতির জন্য যথার্থ স্থান। শিলা, দারু, ধাতু, মৃত্তিকা, রং, বালুকা (ভূমিতে অঙ্কিত), মন অথবা মণি—এই আটটি দ্রব্য দ্বারা শ্রীমূর্তি নির্মাণ করে অর্চন করা যেতে পারে। এই বিভাগগুলিকে ক্ষণস্থায়ী এবং স্থায়ী এই দুইরূপে পুনরায় বিভক্ত করা হয়েছে।

অর্চন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এইরূপ—দৈহিকভাবে এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ভক্তকে স্নান করতে হবে, তারপর দিনের নির্দিষ্ট সন্ধিক্ষণগুলিতে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে আহ্নিক করতে হবে। পূর্ব বা উত্তর মুখে অথবা শ্রীবিগ্রহের দিকে প্রত্যক্ষ সম্মুখে আসনে উপবেশন করে শ্রীবিগ্রহগণকে স্নান এবং প্রক্ষালন করানো উচিত। তারপর বস্ত্র ও অলঙ্কার অর্পণ করে, পাত্রগুলিতে এবং অন্যান্য পূজা উপকরণে জল সিঞ্চন করবেন, শ্রীবিগ্রহগণকে স্নানের এবং আচমনের জল অর্পণ করবেন, অর্ঘ্য, সুগন্ধী তেল, ধূপ, দীপ ও ভোগাদি অর্পণ করবেন। এরপর সংশ্লিষ্ট মূল মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে ভগবানের নিজ সেবকগণ, দেহরক্ষীগণ, তাঁর শক্তিসমূহ এবং শ্রীগুরুদেবের অর্চন করবেন। পূজারী পুরাণ এবং বিভিন্ন উৎস

থেকে স্তোত্রাদি পাঠ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে কৃপা প্রার্থনা করবেন এবং ভগবানের প্রসাদি মালা নিজে ধারণ করবেন।

শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতির মধ্যে সুরম্য মন্দির নির্মাণ করে, দিব্য বিগ্রহগণের যথাযথ প্রতিষ্ঠা, শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন উৎসব উদ্‌যাপন করার বিধানও নিহিত রয়েছে। এইভাবে ভগবান শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তির মাধ্যমে অর্চন করে, ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে প্রেমময়ী সেবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু কেউ যদি শ্রীবিগ্রহ অথবা ব্রাহ্মণকে নিজে অথবা অন্যদের দ্বারা প্রদত্ত সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে পরজন্মে তাকে বিষ্ঠার কীট হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো ।
যস্মাৎ ত্বাং যে যথার্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ক্রিয়াযোগম্**—কার্যের অনুমোদিত পদ্ধতি; **সমাচক্ষ্ব**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **ভবৎ**—আপনার; **আরাধনম্**—শ্রীবিগ্রহ অর্চন; **প্রভো**—হে প্রভু; **যস্মাৎ**—যে রূপের উপর ভিত্তি করে; **ত্বাম্**—আপনি; **যে**—যে; **যথা**—যেভাবে; **অর্চন্তি**—অর্চনা করে; **সাত্বতাঃ**—ভক্তগণ; **সাত্বত-ঋষভ**—হে ভক্তশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে প্রভু, হে ভক্তগণের ঈশ্বর, আপনি আমার নিকট আপনার শ্রীবিগ্রহ অর্চনের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণনা করুন। যাঁরা শ্রীবিগ্রহ আরাধনা করেন, তাঁদের কী যোগ্যতা থাকা উচিত, কিসের উপর ভিত্তি করে এইরূপ আরাধনা করা হয় এবং এই আরাধনার বিশেষ পদ্ধতি কী?

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তগণ তাঁদের অনুমোদিত কর্তব্যাদি সম্পাদন করার সাথে সাথে মন্দিরে নিয়মিতভাবে শ্রীবিগ্রহ আরাধনায় রত থাকেন। এইরূপ আরাধনা হৃদয়ের কাম বাসনা অর্থাৎ নিজের জড় দেহকে ভোগ করার প্রবণতা এবং এই কাম থেকে প্রত্যক্ষ ফল—জাগতিক পরিবারের প্রতি আসক্তি, এই উভয়কে বিধৌত করতে অত্যন্ত তেজস্বী। তার কার্যকারিতার জন্য অবশ্য, এই শ্রীবিগ্রহ অর্চন হওয়া উচিত অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে। সেই জন্য উদ্ধব এখন ভগবানের নিকট এই বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন।

শ্লোক ২

এতদ্বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্ ।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই; বদন্তি—বলেন; মুনয়ঃ—মহামুনিগণ; মুহুঃ—বারবার; নিঃশ্রেয়সম্—জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য; নৃণাম্—মানুষের; নারদঃ—নারদমুনি; ভগবান্ ব্যাসঃ—শ্রীল ব্যাসদেব; আচার্যঃ—আমার গুরুদেব; অঙ্গিরসঃ—অঙ্গিরার; সুতঃ—পুত্র।

অনুবাদ

সমস্ত মহর্ষিগণ বারবার ঘোষণা করেছেন যে, এইরূপ আরাধনা মনুষ্য জীবনের পরম কল্যাণ সাধন করে। এটিই হচ্ছে শ্রীনারদমুনি, মহর্ষি ব্যাসদেব এবং আমার গুরুদেব শ্রীবৃহস্পতির অভিমত।

শ্লোক ৩-৪

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ ॥ ৩ ॥
এতদ্বৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাং চ সম্মতম্ ।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাং চ মানদ ॥ ৪ ॥

নিঃসৃতম্—নিঃসৃত; তে—আপনার; মুখ-অম্ভোজাৎ—মুখপদ্ম থেকে; যৎ—যে; আহ—বলেছেন; ভগবান্—মহান প্রভু; অজঃ—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; পুত্রেভ্যঃ—তাঁর পুত্রগণের নিকট; ভৃগু-মুখ্যেভ্যঃ—ভৃগু আদি; দেব্যৈ—পার্বতীদেবীকে; চ—এবং; ভগবান্ ভবঃ—মহাদেব; এতৎ—এই (শ্রীবিগ্রহ আরাধনা পদ্ধতি); বৈ—বস্তুত; সর্ববর্ণানাম্—সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা; আশ্রমাণাম্—এবং আশ্রমের; চ—এবং; সম্মতম্—অনুমোদিত; শ্রেয়সাম্—জীবনের বিভিন্ন ধরণের কল্যাণের; উত্তমম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; মন্যে—আমি মনে করি; স্ত্রী—স্ত্রীলোকের; শূদ্রাণাম্—এবং নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের; চ—এবং; মানদ—হে বদান্য প্রভু।

অনুবাদ

হে মহাবদান্য প্রভু, শ্রীবিগ্রহ আরাধনার পদ্ধতি বিষয়ক উপদেশ প্রথমে আপনার মুখপদ্ম থেকে নিসৃত হয়েছে। তারপর তা মহাপ্রভু ব্রহ্মা, ভৃগু আদি তাঁর পুত্রগণকে এবং মহাদেব তাঁর সহধর্মিণী পার্বতীকে বলেন। এই পদ্ধতি সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের মানুষের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত। সুতরাং আমি মনে করি আপনার শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হচ্ছে স্ত্রী এবং শূদ্রগণসহ সকলের জন্য পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক অনুশীলন।

শ্লোক ৫

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্মবন্ধবিমোচনম্ ।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥ ৫ ॥

এতৎ—এই; কমল-পত্র-অক্ষ—হে পদ্মনেত্র ভগবান; কর্ম-বন্ধ—জড় কর্মের বন্ধন থেকে; বিমোচনম্—মুক্তির উপায়; ভক্তায়—আপনার ভক্তের প্রতি; চ—এবং; অনুরক্তায়—অনুরক্ত; ব্রূহি—অনুগ্রহ পূর্বক বলুন; বিশ্ব-ঈশ্বর—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের; ঈশ্বর—হে পরমেশ্বর।

অনুবাদ

হে পদ্মনেত্র, হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, আপনার ভক্তসেবকগণের নিকট অনুগ্রহপূর্বক এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব ।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; ন—নেই; হি—অবশ্যই; অন্তঃ—কোন শেষ; অনন্ত-পারস্য—অনন্তের; কর্মকাণ্ডস্য—পূজা সম্পাদনের বৈদিক বিধান; চ—এবং; উদ্ধব—হে উদ্ধব; সংক্ষিপ্তম্—সংক্ষেপে; বর্ণয়িষ্যামি—আমি বর্ণনা করব; যথা-বৎ—উপযুক্তভাবে; অনুপূর্বশঃ—ক্রম অনুসারে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবিগ্রহ অর্চনের জন্য অসংখ্য বিধানের কোনও অন্ত নেই; তাই আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

এখানে কর্মকাণ্ড বলতে বোঝায়, আরাধনায় বহুবিধ বৈদিক পদ্ধতি, যার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে পরম পুরুষ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা। জাগতিক ইন্দ্রিয় তর্পণ এবং ত্যাগের পদ্ধতি যেমন অসংখ্য, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বৈকুণ্ঠ নামক নিত্যধামে যে দিব্যলীলা এবং গুণাবলী উপভোগ করে থাকেন তা-ও অসংখ্য। পরম সত্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে স্বীকার না করে, জড় জগতের বিভিন্ন প্রকার পুণ্যকর্ম এবং শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি নিজেদের মধ্যে সর্বোপরি কোনও সামঞ্জস্য

বিধান করতে পারে না, কেননা তাঁকে স্বীকার না করে মানুষের জন্য যথার্থ কর্তব্য কী, তার নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায় না। প্রায় সমস্ত মানুষই বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনা করে থাকলেও, কীভাবে তাঁর অর্চা রূপের আরাধনা করতে হয়, সেই বিষয়ে ভগবান এখানে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করবেন।

শ্লোক ৭

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চরেৎ ॥ ৭ ॥

বৈদিকঃ—চতুর্বেদ অনুসারে; **তান্ত্রিকঃ**—ব্যবহারিক, ব্যাখ্যা সমন্বিত শাস্ত্র অনুসারে; **মিশ্রঃ**—মিশ্র; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার; **ত্রিবিধঃ**—ত্রিবিধ; **মখঃ**—যজ্ঞ; **ত্রয়াণাম্**—এই তিনটির মধ্যে; **ঈপ্সিতেন**—পরম ঈপ্সিত পদ্ধতিটি; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **বিধিনা**—বিধির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **সমর্চরেৎ**—সুষ্ঠুভাবে উপাসনা করা উচিত।

অনুবাদ

বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র—এই ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে, যত্নসহকারে প্রত্যেকেরই আমার আরাধনা করা উচিত, যাতে সেই যজ্ঞ আমি গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বৈদিক বলতে বোঝায়, চারটি বেদ এবং বেদের আনুসঙ্গিক শাস্ত্রের মন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত যজ্ঞ। *তান্ত্রিক* বলতে বোঝায়, পঞ্চরাত্র এবং গৌতমীয় তন্ত্রাদি শাস্ত্র। আর *মিশ্র* শব্দটি উভয় প্রকার শাস্ত্রের উপযোগ করাকে সূচিত করে। মনে রাখতে হবে যে, সাড়ম্বরে বৈদিক যজ্ঞের আপেক্ষিক অণুকরণের দ্বারা জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করা যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের যুগোপযোগী বিধান অনুসারে তাঁর অনুমোদিত পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥—জপ এবং কীর্তন করে যজ্ঞ সম্পাদন করতে হবে।

শ্লোক ৮

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পূরুষঃ ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥ ৮ ॥

যদা—যখন; **স্ব**—নিজের যোগ্যতা অনুসারে বিশেষ কোন; **নিগমেন**—বেদ কর্তৃক; **উক্তম্**—উল্লিখিত; **দ্বিজত্বম্**—দ্বিজত্ব; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **পূরুষঃ**—ব্যক্তি; **যথা**—

যেভাবে; যজেত—উপাসনা করা উচিত; মাম্—আমার প্রতি; ভক্ত্যা—ভক্তি সহকারে; শ্রদ্ধয়া—শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে; তৎ—সেই; নিবোধ—অনুগ্রহ করে শোন; মে—আমার নিকট থেকে।

অনুবাদ

দ্বিজত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি যথার্থ বৈদিক বিধান অনুসারে ভক্তিযুক্ত হয়ে ঠিক কীভাবে আমার আরাধনা করবে, সে বিষয়ে আমি এখন বর্ণনা করব, তুমি শ্রদ্ধা সহকারে তা অনুগ্রহ করে শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

স্ব-নিগমেন শব্দটির দ্বারা মানুষের বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে প্রযোজ্য বিশেষ বৈদিক বিধানকে সূচিত করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের সমস্ত মানুষই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে *দ্বিজত্বম* অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। চিরাচরিত ভাবে যোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানেরা আট বৎসর বয়সে, ক্ষত্রিয়েরা এগারো বৎসরে এবং বৈশ্যরা বারো বৎসর বয়সে দীক্ষা প্রাপ্ত হতে পারে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, ভগবানের নির্দেশ অনুসারে শ্রদ্ধা সহকারে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত।

শ্লোক ৯

অর্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥ ৯ ॥

অর্চায়াম্—শ্রীবিগ্রহের মধ্যে; স্থণ্ডিলে—ভূমিতে; অগ্নৌ—অগ্নিতে; বা—অথবা; সূর্যে—সূর্যে; বা—অথবা; অপ্সু—জলে; হৃদি—হৃদয়ে; দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণ; দ্রব্যেণ—বিভিন্ন উপকরণের দ্বারা; ভক্তিযুক্তঃ—ভক্তিযুক্ত হয়ে; অর্চেৎ—অর্চনা করা উচিত; স্বগুরুম্—তার ইষ্টদেব; মাম্—আমাকে; অমায়য়া—নিষ্কপটে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের উচিত নিষ্কপটে প্রেম ও ভক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত উপকরণের মাধ্যমে ভূমিতে, অগ্নিতে, সূর্যে, জলে অথবা উপাসকের নিজ হৃদয়ে উদিত আমার শ্রীবিগ্রহকে ইষ্টদেব রূপে আরাধনা করা।

শ্লোক ১০

পূর্বং স্নানং প্রকুর্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে ।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্গ্রহণাদিনা ॥ ১০ ॥

পূর্বম্—প্রথম; স্নানম্—স্নান; প্রকুর্বীত—সম্পাদন করা উচিত; ধৌত—ধৌত হয়ে; দন্তঃ—তার দাঁত; অঙ্গ—তার শরীর; শুদ্ধয়ে—শুদ্ধিকরণের জন্য; উভয়ৈঃ—উভয় প্রকারের দ্বারা; অপি চ—ও; স্নানম্—স্নান; মন্ত্রৈঃ—মন্ত্রের দ্বারা; মৃৎ-গ্রহণ-আদিনা—মৃত্তিকা ইত্যাদি লেপন করে।

অনুবাদ

প্রথমে তার দন্তমার্জন এবং স্নান করার মাধ্যমে দেহ শুদ্ধি করা উচিত। তারপর সে তার দেহে বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, মৃত্তিকা লেপন করে, তার দেহকে দ্বিতীয় বার শুদ্ধ করবে।

শ্লোক ১১

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে ।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ কর্মপাবনীম্ ॥ ১১ ॥

সন্ধ্যা—ত্রিসন্ধ্যা (সকাল, দুপুর এবং সূর্যাস্ত); উপাস্তি—উপাসনা (গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে); আদি—এবং ইত্যাদি; কর্মাণি—অনুমোদিত কর্তব্যাদি; বেদেন—বেদের দ্বারা; আচোদিতানি—অনুমোদিত; মে—আমার; পূজাম্—পূজা; তৈঃ—সেই সমস্ত কার্যের দ্বারা; কল্পয়েৎ—সম্পাদন করা উচিত; সম্যক্ সঙ্কল্পঃ—দৃঢ়নিষ্ঠ (তার ঈপ্সিত লক্ষ্য হবেন পরমেশ্বর ভগবান); কর্ম—সকামকর্মের প্রতিক্রিয়া; পাবনীম্—যা নির্মূল করে।

অনুবাদ

মনকে আমাতে নিবিষ্ট করে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপাদি করে বিভিন্ন অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা তার উচিত আমার আরাধনা করা। এরূপ আরাধনা বেদবিহিত এবং তা সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া নিরসন করে।

শ্লোক ১২

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী ।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১২ ॥

শৈলী—শিলা নির্মিত; দারু-ময়ী—দারু নির্মিত; লৌহী—ধাতু নির্মিত; লেপ্যা—কর্দম, চন্দনকাষ্ঠ এবং যা লেপন করা যায় এমন বস্তু নির্মিত; লেখ্যা—অঙ্কিত; চ—এবং; সৈকতী—বালুকা নির্মিত; মনঃ-ময়ী—মনে মনে চিন্তা করে; মণি-ময়ী—মণি নির্মিত; প্রতিমা—শ্রীবিগ্রহ; অষ্টবিধা—আট প্রকারে; স্মৃতা—মনে করা হয়।

অনুবাদ

শিলা, দারু, ধাতু, ভূমি, আলেখ্য, বালুকা, মন এবং মণি এই অষ্টপ্রকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আবির্ভূত হতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে বালুকা ইত্যাদি নির্মিত বিগ্রহ, উপাসকের ব্যক্তিগত বাসনা পূরণের জন্য ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রকাশিত হন। যাঁরা অবশ্য ভগবৎ প্রেম লাভের প্রয়াসী, তাঁদের উচিত স্থায়ী শ্রীবিগ্রহ (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দারু, মর্মর, স্বর্ণ, অথবা পেতল নির্মিত) নিয়মিতভাবে অর্চন করা। কৃষ্ণভাবনামৃতে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনের প্রতি অবহেলার কোন অবসর নেই।

শ্লোক ১৩

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চনে ॥ ১৩ ॥

চলা—জঙ্গম; **অচলা**—স্থাবর; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বিবিধা**—দুই প্রকারের; **প্রতিষ্ঠা**—প্রতিষ্ঠা; **জীব-মন্দিরম্**—সমস্ত জীবের আশ্রয়, বিগ্রহের; **উদ্বাস**—বিসর্জন দেওয়া; **আবাহনে**—এবং আহ্বান করে; **ন স্তঃ**—করা হয় না; **স্থিরায়াম্**—স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের জন্য; **উদ্ধব**—প্রিয় উদ্ধব; **অর্চনে**—তার অর্চনে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, সমস্ত জীবের আশ্রয়, ভগবানের অর্চা-বিগ্রহ দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন—ক্ষণস্থায়ী অথবা স্থায়ী। কিন্তু, স্থায়ী বিগ্রহকে আহ্বান করে আনার পর তাঁকে আর বিসর্জন দেওয়া যায় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তরা নিজেদেরকে ভগবানের নিত্য সেবকরূপে জানেন; ভগবৎ বিগ্রহকে স্বয়ং ভগবানরূপে উপলব্ধি করে, তাঁরা স্থায়ীভাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে নিত্য আরাধনা করে থাকেন। নির্বিশেষবাদীরা অবশ্য ভগবানের নিত্যরূপকে মায়াসৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেন। বাস্তবে, ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে তাঁরা নিজে ভগবান হওয়ার উচ্চাভিলাষ পূরণে পথের সোপানরূপে ব্যবহার করেন। জাগতিক লোকেরা অবশ্য ভগবানকে তাদের আজ্ঞাবাহী বলে মনে করে, তাই তারা ক্ষণস্থায়ী জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের জন্য ক্ষণস্থায়ী ধর্মাচরণের ব্যবস্থা করে। যারা ব্যক্তিস্বার্থে ভগবানকে ভোগ করতে চায়, তারা এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী উপাসনা করে থাকে, পক্ষান্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতে ভগবানের প্রতি প্রেমময় ভক্তরা ভগবানের নিত্য সেবায় ব্রতী হন। তাঁরা স্থায়ী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য আরাধনা করে থাকেন।

শ্লোক ১৪

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্ ।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্ ॥ ১৪ ॥

অস্থিরায়াম্—ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; বিকল্পঃ—সুযোগ (যাতে শ্রীবিগ্রহকে আহ্বান এবং বিসর্জন করা যায়); স্যাৎ—হয়ে থাকে; স্থণ্ডিলে—ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রে; তু—কিন্তু; ভবেৎ—হয়ে থাকে; দ্বয়ম্—সেই দুটি অনুষ্ঠান; স্নপনম্—স্নান করানো; তু—কিন্তু; অবিলেপ্যায়াম্—বিগ্রহ কর্দম নির্মিত না হলে (আলেখ্য অথবা দারু); অন্যত্র—অন্যান্য ক্ষেত্রে; পরিমার্জনম্—মার্জন করা হবে, কিন্তু জল দ্বারা নয়।

অনুবাদ

ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহগণকে আহ্বান করার এবং বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে কেবলমাত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা নির্মিত, আলেখ্য অথবা দারুময়ী বিগ্রহ ব্যতীত তাঁদেরকে জল দ্বারা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জল ছাড়াই তাঁদের মার্জন করার বিধান আছে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার বিভিন্ন স্তর অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উন্নত ভক্তরা নিজেদেরকে ভগবানের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক যুক্ত বলে জানেন, শ্রীবিগ্রহকে স্বয়ং ভগবানরূপে দর্শন করে, তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভিত্তিতে শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে জেনে শ্রদ্ধা পরায়ণ ভক্ত শিলা, দারু অথবা মর্মর নির্মিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনার স্থায়ী ব্যবস্থা করেন।

শালগ্রাম শিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত না করলেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়, এবং তাঁকে মন্ত্রের মাধ্যমে আহ্বান অথবা বিসর্জন করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কেউ যদি পবিত্র ভূমিতে অঙ্কন করেন অথবা বালুকার দ্বারা মূর্তি তৈরি করেন, তবে সেই বিগ্রহকে মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করতে হবে এবং তাঁর বাহ্যরূপ ত্যাগ করতে অনুরোধ করতে হবে। কেননা প্রাকৃতিকভাবে তা সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে নিত্য বলে জানেন। তাঁরা যতই প্রেমভক্তি সহকারে বিগ্রহের নিকট আত্মসমর্পণ

করেন, ততই পরমেশ্বর ভগবানকে আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন অতুলনীয় অনুভূতি সম্পন্ন পরম পুরুষ। আমরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবা সম্পাদনের মাধ্যমে খুব সহজেই ভগবানকে প্রীত করতে পারি। তাঁকে প্রীত করার মাধ্যমে আমারা ধীরে ধীরে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে অবশেষে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করতে পারি, যেখানে শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর নিত্যধাম ভগবৎ রাজ্যে ভক্তকে স্বাগত জানান।

শ্লোক ১৫

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি ॥ ১৫ ॥

দ্রব্যৈঃ—বিভিন্ন উপকরণের দ্বারা; **প্রসিদ্ধৈঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **মৎযাগ**—আমার আরাধনা; **প্রতিমা-আদিষু**—বিভিন্ন বিগ্রহের; **অমায়িনঃ**—যিনি জড় বাসনা মুক্ত; **ভক্তস্য**—ভক্তের; **চ**—এবং; **যথালব্ধৈঃ**—যা কিছু সহজে লাভ করা যায় তার দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ভাবেন**—মানসিকভাবে; **চ**—এবং; **এবহি**—নিশ্চিতরূপে।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার অর্পণের মাধ্যমে আমার শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করা। কিন্তু সর্ব প্রকার জাগতিক বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভক্ত, সহজে যা কিছু পায়, তা দিয়ে আমার অর্চনা করে, এবং এমনকি মানসিকভাবেও বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তার হৃদয়াভ্যন্তরে আমার অর্চন করতে পারে।

তাৎপর্য

জড় বাসনার দ্বারা বিড়ম্বিত ভক্ত এই জগৎকে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদানরূপে দেখার চেষ্টা করে। এইরূপ অপক্ক ভক্তরা ভগবানের পরম পদকে ভুল বুঝে, তাঁকেও তার নিজের ভোগ্য বস্তু বলে মনে করতে পারে। সেজন্য অপক্ক ভক্তদেরকে অবশ্যই ঐশ্বর্যমণ্ডিত উপকরণ দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অর্চন করতে হবে, যাতে সে সর্বদা মনে রাখে যে, শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন সমস্ত কিছুর পরম ভোক্তা, আর অপক্ক উপাসকটির যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিগ্রহের প্রীতি বিধান করা। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনায় নিবিষ্ট উন্নত ভক্ত কখনও বিস্মৃত হন না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কিছুর ভোক্তা এবং নিয়ামক। শুদ্ধ ভক্ত সহজে যা কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হন, তাই দিয়ে অবিমিশ্র প্রেম সহকারে, ভগবানের আরাধনা করেন। কৃষ্ণভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি থেকে কখনও বিচ্যুত হন না এবং সাধারণ কিছু নৈবেদ্য অর্পণ করেও পরমেশ্বর ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে প্রীত করে থাকেন।

শ্লোক ১৬-১৭

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চায়ামেব তূদ্ধব ।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥ ১৬ ॥
সূর্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ।
শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি ॥ ১৭ ॥

স্নান—স্নান করানো; **অলঙ্করণম্**—এবং বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করা; **প্রেষ্ঠম্**—অত্যন্ত প্রশংসিত; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহের জন্য; **এব**—নিশ্চিতরূপে; **তু**—এবং; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের জন্য; **তত্ত্ব-বিন্যাসঃ**—মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সেই বিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গে ভগবানের প্রকাশ এবং শক্তি প্রতিষ্ঠিত করে; **বহ্নৌ**—যজ্ঞাগ্নির জন্য; **আজ্য**—ঘৃতে; **প্লুতম্**—আপ্লুত; **হবিঃ**—তিল, যব ইত্যাদি আহুতি দেওয়া; **সূর্যে**—সূর্যের জন্য; **চ**—এবং; **অভ্যর্হণম্**—দ্বাদশ আসন এবং অর্ঘ্য অর্পণের ধ্যানযোগ; **প্রেষ্ঠম্**—পরম প্রিয়; **সলিলে**—জলের জন্য; **সলিল-আদিভিঃ**—জল ইত্যাদি অর্পণের দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **উপাহৃতম্**—প্রদত্ত; **প্রেষ্ঠম্**—পরম প্রিয়; **ভক্তেন**—ভক্তের দ্বারা; **মম**—আমার; **বারি**—জল; **অপি**—এমনকি।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, মন্দিরের বিগ্রহ অর্চনে স্নান এবং শৃঙ্গার করানো হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক নৈবেদ্য। পবিত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের জন্য তত্ত্ববিন্যাস পদ্ধতি হচ্ছে পরম প্রিয়। যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতসিক্ত তিল এবং যব আহুতি প্রদান করা উৎকৃষ্ট, পক্ষান্তরে, উপস্থান এবং অর্ঘ্য সমন্বিত অর্চন সূর্যের জন্য উৎকৃষ্ট। জলরূপে আমাকে জল অর্পণ করেই আরাধনা করা উচিত। বাস্তবে, আমার ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যা কিছুই—এমনকি একটু জলও অর্পণ করলে—তা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র বর্তমান, এবং বৈদিক সংস্কৃতি ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তাঁর আরাধনার বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুমোদন করে। প্রধান উপকরণ হচ্ছে, উপাসকের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি, যা না থাকলে আর সব কিছুই ব্যর্থ, পরবর্তী শ্লোকে ভগবান সেই কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৮

ভূর্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে ।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যং চ কিং পুনঃ ॥ ১৮ ॥

ভূরি—ঐশ্বর্য মণ্ডিত; অপি—এমনকি; অভক্ত—অভক্তের; উপাহৃতম্—অর্পিত; ন—করে না; মে—আমার; তোষায়—সন্তুষ্টি; কল্পতে—সৃষ্টি করে; গন্ধঃ—সুগন্ধ; ধূপঃ—ধূপ; সুমনসঃ—পুষ্প; দীপঃ—দীপ; অন্ন-আদ্যম্—খাদ্য বস্তু; চ—এবং; কিম্ পুনঃ—কি বলা যাবে।

অনুবাদ

অভক্তের দ্বারা অর্পিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত উপহারও আমাকে সন্তুষ্ট করে না। কিন্তু, আমার প্রেমময়ী ভক্ত কর্তৃক অর্পিত নগণ্য কোন কিছুর দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হই, আর যখন সুন্দর সুগন্ধী তেল, ধূপ, পুষ্প, এবং উপাদেয় খাদ্য বস্তু আমাকে ভালোবেসে অর্পণ করা হয় তখন আমি অবশ্যই অত্যন্ত প্রীত হই।

তাৎপর্য

পূর্ব শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, প্রেম ভক্তি সহকারে অর্পিত সামান্য জলও তাঁকে পরম আনন্দ প্রদান করে। সুতরাং *কিং পুনঃ* শব্দটি সূচিত করে যে, যথোপযুক্তভাবে প্রেম ও ভক্তি সহকারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত নৈবেদ্য অর্পিত হলে ভগবান পরম সুখ অনুভব করেন। কিন্তু, অভক্তের দ্বারা অর্পিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত নৈবেদ্য ভগবানকে খুশি করতে পারে না। শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন, বিগ্রহ অর্চন সম্বন্ধে বিধি-বিধান এবং সেবা অপরাধ সমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের প্রতি অবহেলা অথবা অশ্রদ্ধা এড়িয়ে চলতে সাহায্য করা। বাস্তবে, ভগবানের আদেশের প্রতি অবাধ্যতা এবং প্রভুরূপে ভগবানের পদের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং তাঁকে অমান্য করাই হচ্ছে সমস্ত সেবা অপরাধের ভিত্তি। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীবিগ্রহ অর্চন করতে গেলে তাঁদেরকে প্রীতি সহকারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত নৈবেদ্য অর্পণ করতে হবে, কেননা এইরূপ নৈবেদ্য উপাসকের শ্রদ্ধাপরায়ণতা বৃদ্ধি করে এবং সেবা-অপরাধ এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে।

শ্লোক ১৯

শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্‌দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্‌ বার্চেদর্চায়াং ত্বথ সন্মুখঃ ॥ ১৯ ॥

শুচিঃ—শুচি; সম্ভৃত—সংগৃহীত; সম্ভারঃ—উপকরণ; প্রাক্—পূর্বমুখে; দর্ভৈঃ—কুশ ঘাসের দ্বারা; কল্পিত—ব্যবস্থা করে; আসনঃ—নিজের আসন; আসীনঃ—উপবিষ্ট

হয়ে; প্রাক্—পূর্ব দিকে মুখ করে; উদক্—উত্তর মুখে; বা—অথবা; অর্চেৎ—অর্চনা করা উচিত; অর্চায়াম্—শ্রীবিগ্রহের; তু—কিন্তু; অন্য—অন্যথায়; সম্মুখঃ—সম্মুখে।

অনুবাদ

নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করে উপাসক কুশাসনে উপবেশন করবে। সে আসনটি এমনভাবে স্থাপন করবে যাতে আসনের কুশের অগ্রভাগগুলি পূর্ব দিকে থাকে। তারপর সে পূর্ব অথবা উত্তরমুখী হয়ে অন্যথায়, শ্রীবিগ্রহ একস্থানে স্থায়ী থাকলে সরাসরি শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে উপবেশন করবে।

তাৎপর্য

সঙ্গৃহ্য-সম্ভার কথাটির অর্থ হচ্ছে শ্রীবিগ্রহ অর্চন শুরু করার পূর্বে উপাসক সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তাঁর নিকটে স্থাপন করবেন। এইভাবে তাঁকে বিভিন্ন উপকরণের সন্ধানে বারবার আসন ছেড়ে উঠতে হবে না। স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ হলে উপাসক তাঁর সম্মুখে উপবেশন করবেন।

শ্লোক ২০

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং পাণিনামৃজেৎ ।
কলশং প্রোক্ষণীয়ং চ যথাবদুপসাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

কৃতন্যাসঃ—(পরমেশ্বর ভগবানের রূপের ধ্যান অনুসারে সেই সেই মন্ত্রোচ্চারণ করে, নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে) নিজ দেহ পরিশুদ্ধ করে; কৃতন্যাসাম্—শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও অনুরূপ পদ্ধতি প্রযোজ্য; মৎ-অর্চাম্—অর্চারূপে আমার প্রকাশ; পাণিনা—হস্তের দ্বারা; অমৃজেৎ—(পুরানো নৈবেদ্যের অবশিষ্টাংশগুলি অপসারিত করে) মার্জন করা উচিত; কলশম্—মঙ্গলদ্রব্যপূর্ণ আনুষ্ঠানিক পাত্র; প্রোক্ষণীয়ম্—সিঞ্চনের জন্য জলপূর্ণ পাত্র; চ—এবং; যথাবৎ—যথোপযুক্তভাবে; উপসাধয়েৎ—তার প্রস্তুত করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্ত তার নিজের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে, এবং সেই অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করে, দেহশুদ্ধি করবে। আমার বিগ্রহের জন্যও তা করতে হবে, তারপর সে নিজে হাতে পূর্বের অর্চনার অবশিষ্ট পুষ্প আদি অপসারণ করে মার্জন করবে। প্রোক্ষণের জন্য সে যথাযথভাবে মঙ্গল ঘটে জল রাখবে।

তাৎপর্য

এখানে বর্ণিত অর্চন পদ্ধতি শুরু করার পূর্বে, ভক্ত তাঁর গুরুদেব, শ্রীবিগ্রহ এবং অন্যান্য পূজ্য ব্যক্তিগণকে প্রণতি নিবেদন করবেন।

শ্লোক ২১

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

তৎ—প্রোক্ষণের জন্য জল সহ পাত্রের; অদ্ভিঃ—জল দ্বারা; দেব-যজনম্—শ্রীবিগ্রহ-অর্চন-স্থান; দ্রব্যাণি—উপকরণ সমূহ; আত্মনম্—নিজদেহ; এব—বস্তুত; চ—ও; প্রোক্ষ্য—ছড়িয়ে; পাত্রাণি—পাত্রগুলি; ত্রীণি—তিন; অদ্ভিঃ—জল দ্বারা; তৈঃ তৈঃ—উপলব্ধ সেই সমস্তের দ্বারা; দ্রব্যৈঃ—মঙ্গল দ্রব্য; চ—এবং; সাধয়েৎ—ব্যবস্থা করা উচিত।

অনুবাদ

তারপর বিগ্রহ-অর্চন-স্থানে, নৈবেদ্য-স্থাপন-স্থানে এবং তার নিজ অঙ্গে প্রোক্ষণীয় পাত্রে থেকে জল নিয়ে তা সিঞ্চন করবে। তারপর সে বিভিন্ন মঙ্গলদ্রব্য দিয়ে তিনটি পূর্ণঘট সজ্জিত করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, ভগবানের পাদ্য জলের সঙ্গে জোয়ার বীজ, দুর্বাঘাস, বিষ্ণুক্রান্ত ফুল ইত্যাদি মেশাতে হবে। অর্ঘ্য জল নিম্নলিখিত আটটি পদ সমন্বিত থাকবে, যেমন—সুগন্ধী তেল, পুষ্প, অক্ষত যব, খোসা ছাড়ানো যব, কুশ ঘাসের ডগা, তিল, সরষে এবং দুর্বা ঘাস। আচমনের জলে বেলফুল, লবঙ্গ চূর্ণ এবং কঙ্কোল নামক এক প্রকার রসালো ফল মিশ্রিত হবে।

শ্লোক ২২

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দেশিকঃ ।
হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২২ ॥

পাদ্য—ভগবানের চরণ ধৌত করার জন্য নিবেদিত জল; অর্ঘ্য—সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য ভগবানকে নিবেদিত জল; আচমনীয়—ভগবানকে নিবেদিত মুখ-প্রক্ষালণের জন্য জল; অর্থম্—সেই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত; ত্রীণি—তিন; পাত্রাণি—পাত্র; দেশিকঃ—উপাসক; হৃদা—'হৃদয়' মন্ত্রের দ্বারা; শীর্ষ্ণা—'শীর্ষ' মন্ত্রের দ্বারা; অথ—এবং; শিখয়া—শিখা মন্ত্রের দ্বারা; গায়ত্র্যা—এবং গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা; চ—এবং; অভিমন্ত্রয়েৎ—উচ্চারণের দ্বারা শুদ্ধ করা উচিত।

অনুবাদ

তারপর উপাসক ঘট তিনটি শুদ্ধ করবে। 'হৃদয়ায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের পাদ্য জলের ঘটগুলি, অর্ঘ্য জলের পাত্রটি 'শীরসে স্বাহা' মন্ত্রে, এবং আচমনীয় জলের পাত্রটি 'শিখায়ৈ বষট্' মন্ত্রে শুদ্ধ করবে। এছাড়াও তিনটি ঘটেই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

শ্লোক ২৩

পিণ্ডে বায্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম ।
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্ ॥ ২৩ ॥

পিণ্ডে—শরীরের মধ্যে; বায়ু—বায়ুর দ্বারা; অগ্নি—এবং অগ্নির দ্বারা; সংশুদ্ধে—বিশুদ্ধ; হৃৎ—হৃদয়ের; পদ্ম—পদ্মের উপর; স্থাম্—অবস্থিত; পরাম্—দিব্যরূপ; মম—আমার; অণ্বীম্—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; জীব-কলাম্—সমস্ত জীবের উৎস পরমেশ্বর ভগবান; ধ্যায়েৎ—ধ্যান করা উচিত; নাদ-অন্তে—ওঁ উচ্চারণান্তে; সিদ্ধ—সিদ্ধ মুনিগণ দ্বারা; ভাবিতাম্—অনুভব করা হয়।

অনুবাদ

এখন বায়ু এবং অগ্নি দ্বারা শুদ্ধ হয়ে, অর্চনকারী নিজ দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত সমস্ত জীবের উৎস রূপে আমার সক্ষ্ম রূপের ধ্যান করবে। ভগবানের এই রূপ পবিত্র ওঁকার উচ্চারণের শেষে আত্মোপলব্ধ মুনিগণ কর্তৃক অনুভূত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে প্রণব বা ওঁকারের পাঁচটি অংশ রয়েছে—অ, উ, ম চন্দ্রবিন্দু এবং তার অনুরণন্ (নাদ)। মুক্ত আত্মাগণ সেই প্রতিধ্বনির শেষে ভগবানের ধ্যান করেন।

শ্লোক ২৪

তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সম্পূজ্য তন্ময়ঃ ।
আবাহ্যার্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

তয়া—সেই ধ্যেয় রূপের দ্বারা; আত্ম-ভূতয়া—নিজ উপলব্ধি অনুসারে অনুভূত; পিণ্ডে—ভৌতিক শরীরে; ব্যাপ্তে—ব্যাপ্ত; সম্পূজ্য—সম্যকরূপে সেই রূপের; তৎময়ঃ—তাঁর উপস্থিতির দ্বারা তন্ময়; আবাহ্য—আহ্বান করে; অর্চা-আদিষু—উপাসিত বিভিন্ন বিগ্রহের মধ্যে; স্থাপ্য—তাঁকে স্থাপন করে; ন্যস্ত-অঙ্গম্—মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে; মাম্—আমাকে; প্রপূজয়েৎ—সম্যকরূপে পূজা করা উচিত।

অনুবাদ

নিজ উপলব্ধি অনুসারে ভক্ত পরমাত্মার স্মরণ করে তাঁর উপস্থিতিতে তন্ময় হয়ে যায়। এইভাবে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের আরাধনা করে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়। উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণ এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গন্যাসের মাধ্যমে পরমাত্মাকে বিগ্রহের মধ্যে আহ্বান করে ভক্তদের উচিত আমার আরাধনা করা।

তাৎপর্য

একটি গৃহ যেমন বর্তিকার আলোকে ব্যাপ্ত হয়, তেমনই ভক্তের দেহ পরমাত্মার প্রভাবে ব্যাপ্ত হয়। অতিথিকে যেমন স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করে গৃহে প্রবেশ করার সূচনা প্রদান করা হয়। তেমনই ভক্ত শ্রীবিগ্রহের অঙ্গ স্পর্শ করে সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে উৎসাহের সঙ্গে পরমাত্মাকে শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ করতে আহ্বান করবেন। শ্রীবিগ্রহ এবং পরমাত্মা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবান হওয়ার ফলে তাঁরা অভিন্ন। ভগবানের একটি রূপ অপরটির মধ্যে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হতে পারে।

শ্লোক ২৫-২৬

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ।
ধর্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম ॥ ২৫ ॥
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলম্ ।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং ত্বভয়সিদ্ধয়ে ॥ ২৬ ॥

পাদ্য—ভগবানের চরণ ধৌত করার জন্য জল; উপস্পর্শ—ভগবানের মুখ প্রক্ষালনের জল; অর্হণ—অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত জল; আদীন্—এবং অন্যান্য উপকরণ; উপচারান্—উপচার; প্রকল্পয়েৎ—বানানো উচিত; ধর্ম-আদিভিঃ—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাতৃগণ দ্বারা; চ—এবং; নবভিঃ—নয়টি (ভগবানের শক্তি) দ্বারা; কল্পয়িত্বা—কল্পনা করে; আসনম্—আসন; মম—আমার; পদ্মম্—পদ্ম; অষ্ট-দলম্—অষ্টদল সমন্বিত; তত্র—সেখানে, কর্ণিকা—কর্ণিকাতে; কেসর—গৈরিক কেশর দ্বারা; উজ্জ্বলম্—উজ্জ্বল; উভাভ্যাম্—উভয় প্রকারে; বেদ-তন্ত্রাভ্যাম্—বেদ এবং তন্ত্র উভয়ের; মহ্যম্—আমার প্রতি; তু—এবং; উভয়—(ভোগ ও মুক্তি) উভয়ের; সিদ্ধয়ে—লাভ করার জন্য।

অনুবাদ

অর্চনকারী প্রথমে আমার নববিধা দিব্য শক্তি সমন্বিত ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের অধিদেবগণ কর্তৃক সজ্জিত আমার আসন কল্পনা করবে। সে কর্ণিকার মধ্যস্থিত গৈরিক কেশরের জন্য জ্যোতিষ্মান, অষ্টদল সমন্বিত পদ্মের মতো আমার

আসনের চিন্তা করবে। তারপর, বেদ এবং তন্ত্রের বিধান অনুসারে আমাকে পাদ্য, উপস্পর্শ ও অর্ঘ্যসহ অন্যান্য পূজা উপকরণ অর্পণ করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সে জাগতিক ভোগ এবং মুক্তি উভয়ই লাভ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে ভগবানের উপবেশন স্থানের দক্ষিণপূর্ব কোণ থেকে শুরু করে চারটি পায়াতে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের অধিদেবগণের অধিষ্ঠান। তার পূর্ব দিক থেকে শুরু করে অধর্ম, অজ্ঞতা, আসক্তি ও হতভাগ্য এই চারটি মধ্যস্থতাকারী পায়া রূপে দণ্ডায়মান। ভগবানের নয়টি শক্তি হচ্ছে. বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞান, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা।

শ্লোক ২৭

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্ ।
মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চানুপূজয়েৎ ॥ ২৭ ॥

সুদর্শনম্—ভগবানের চক্র; পাঞ্চজন্যম্—ভগবানের শঙ্খ; গদা—তাঁর গদা; অসি—তলোয়ার; ইষু—বাণ; ধনুঃ—ধনুক; হলান্—এবং হল; মুষলম্—তাঁর মুষল অস্ত্র; কৌস্তুভম্—কৌস্তুভ মণি; মালাম্—তাঁর মালা; শ্রীবৎসম্—তাঁর বক্ষদেশে শ্রীবৎসের সজ্জা; চ—এবং; অনুপূজয়েৎ—এক এক করে অর্চন করা উচিত।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত পর্যায়ক্রমে ভগবানের সুদর্শন চক্র, তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ, গদা, তলোয়ার, ধনুক, বাণ এবং হল, তাঁর মুষল অস্ত্র, তার কৌস্তুভ মণি, তাঁর পুষ্পমাল্য এবং তাঁর বক্ষস্থ শ্রীবৎস নামক রোমকুণ্ডলীর অর্চনা করা।

শ্লোক ২৮

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ ।
মহাবলং বলং চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥

নন্দম্ সুনন্দম্ গরুড়ম্—নন্দ, সুনন্দ এবং গরুড় নামক; প্রচণ্ডম্ চণ্ডম্—প্রচণ্ড এবং চণ্ড; এব—বস্তুত; চ—ও; মহাবলম্ বলম্—মহাবল ও বল; চ—এবং; এব—বস্তুত; কুমুদম্ কুমুদ-ঈক্ষণম্—কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণ।

অনুবাদ

ভগবানের পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ, গরুড়, প্রচণ্ড ও চণ্ড, মহাবল ও বল, আর কুমুদ এবং কুমুদেক্ষণের পূজা করা উচিত।

শ্লোক ২৯

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্ ।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥

দুর্গাম্—ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি; বিনায়কম্—আদি গণেশ; ব্যাসম্—বেদ সমূহের প্রণেতা; বিষ্বক্সেনম্—বিষ্বক্সেন; গুরূন্—নিজগুরুদেবগণ; সুরান্—দেবগণ; স্বে স্বে—নিজ নিজ; স্থানে—স্থান; তু—এবং; অভিমুখান্—সকলে বিগ্রহের প্রতি মুখ করে; পূজয়েৎ—পূজা করা উচিত; প্রোক্ষণ-আদিভিঃ—শুদ্ধিকরণের জন্য জল সিঞ্চন সহ বিভিন্ন বিধানের দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত প্রোক্ষণাদি অর্পণ করে দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরুদেব এবং বিভিন্ন দেবগণের পূজা করা। এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব ভগবানের শ্রীবিগ্রহের দিকে মুখ করে নিজ নিজ স্থান অধিষ্ঠিত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে এই শ্লোকে বর্ণিত গণেশ ও দুর্গা এবং জড় জগতের মধ্যে উপস্থিত গণেশ ও দুর্গা একই ব্যক্তিত্ব নন; তাঁরা হচ্ছেন বৈকুণ্ঠেশ্বরের নিত্য পার্ষদ। এই জগতে শিবের পুত্র গণেশ হচ্ছেন আর্থিক সাফল্য প্রদানের জন্য বিখ্যাত, আর শিবপত্নী দুর্গা হচ্ছেন ভগবানের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিরূপে খ্যাতা। এখানে উদ্ধৃত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন জড় প্রকাশের ঊর্ধ্বে চিজ্জগতের নিবাসী নিত্যমুক্ত ভগবৎ পার্ষদ। দুর্গা নামটি ভগবান থেকে অভিন্ন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকেও সূচিত করে, তা প্রমাণ করার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত প্রদান করেছেন। আদি দুর্গা থেকে ভগবানের বহিরঙ্গা অথবা আবরণাত্মিকা শক্তির প্রকাশ হয়। জীবকে বিভ্রান্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জড় জগতের দুর্গা, যাঁকে বলা হয় মহামায়া। জড় জগতের একই নাম সম্পন্ন, এখানে বর্ণিত দুর্গার আরাধনা করে কলুষিত হবে ভেবে ভক্তদের ভীত হওয়া উচিত নয়। বরং বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবানের এই সমস্ত নিত্য সেবক-সেবিকাগণকে ভক্তগণের অবশ্যই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

শ্লোক ৩০-৩১

চন্দনোশীরকর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্ মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ৩০ ॥

স্বর্ণঘর্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া ।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভি রাজনাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

চন্দন—চন্দন দ্বারা; উশীর—সুগন্ধী উশীর মূল; কর্পূর—কর্পূর; কুঙ্কুম—সিঁদুর; অগুরু—অগুরু; বাসিতৈঃ—সুবাসিত; সলিলৈঃ—বিভিন্ন প্রকার জল দ্বারা; স্নাপয়েৎ—বিগ্রহকে স্নান করানো উচিত; মন্ত্রৈঃ—মন্ত্রের দ্বারা; নিত্যদা—প্রতিদিন; বিভবে—সম্পদ; সতি—এমন পর্যন্ত যে; স্বর্ণ-ঘর্ম-অনুবাকেন—স্বর্ণঘর্ম নামক বেদের অধ্যায় দ্বারা; মহাপুরুষবিদ্যয়া—মহাপুরুষ নামক অবতার দ্বারা; পৌরুষেণ—পুরুষ সূক্তের দ্বারা; অপি—ও; সূক্তেন—বৈদিক মন্ত্র; সামভিঃ—সামবেদোক্ত সংগীত দ্বারা; রাজন-আদিভিঃ—রাজন আদি নামে জ্ঞাত।

অনুবাদ

অর্চনকারী শ্রীবিগ্রহকে চন্দনের ঘ্রাণযুক্ত জল, উশীর মূল, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু সহকারে যথা সাধ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে প্রতিদিন স্নান করাবে। সে বিভিন্ন প্রকার বৈদিক মন্ত্র, যেমন-স্বর্ণঘর্ম নামে পরিচিত অনুবাক, মহাপুরুষবিদ্যা, পুরুষসূক্ত এবং সাম বেদোক্ত বিভিন্ন গীত, যেমন—রাজন এবং রোহিণ্য থেকে পাঠ এবং গান করবে।

তাৎপর্য

পুরুষসূক্ত প্রার্থনা, ঋগ বেদের অন্তর্গত, যার শুরু হয় *ওঁ সহস্র-শীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ*-মন্ত্র দিয়ে।

শ্লোক ৩২

বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্রস্রগ্ গন্ধলেপনৈঃ ।
অলঙ্কুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥ ৩২ ॥

বস্ত্র—বস্ত্রের দ্বারা; উপবীত—উপবীত; আভরণ—অলঙ্কার; পত্র—তিলক দ্বারা দেহের বিভিন্ন অঙ্গসজ্জা; স্রক্—মালা; গন্ধ-লেপনৈঃ—সুগন্ধী তেল লেপন; অলঙ্কুর্বীত—অলংকৃত করা উচিত; সপ্রেম—প্রেমযুক্তভাবে; মৎ-ভক্তঃ—আমার ভক্ত; মাম্—আমাকে; যথা-উচিতম্—যথা বিধানে।

অনুবাদ

আমার ভক্ত আমাকে তারপর প্রেম সহকারে বস্ত্র, উপবীত, বিভিন্ন অলঙ্কার, তিলক চিহ্ন এবং মাল্য দ্বারা সজ্জিত করবে, আর যথা বিধানে, আমার অঙ্গে সুগন্ধী তেল লেপন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণুধর্ম উপপুরাণ* থেকে অম্বরীশ মহারাজের প্রতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন—"তোমার মনকে শ্রীবিগ্রহে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন করে, অন্য সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করে, শ্রীবিগ্রহকেই তোমার ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানবে। তুমি চলার সময়, দাঁড়ানো অবস্থায়, নিদ্রা এবং আহারের সময়ও মনে মনে তাঁর পূজা এবং ধ্যান করবে। তুমি তোমার সম্মুখে, পিছনে, উপরে, নীচে এবং উভয় পার্শ্বে শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করবে। এইভাবে তোমার উচিত প্রতিনিয়ত আমার বিগ্রহরূপকে স্মরণ করা।" *গৌতমীয় তন্ত্রে* ভগবানের বিগ্রহকে উপবীত, সম্ভব হলে স্বর্ণ উপবীত পরিধান করানোর বিধান রয়েছে। *নৃসিংহপুরাণে* বলা হয়েছে, কেউ যদি ভগবান গোবিন্দকে তিনটি রেশম সুতো সমন্বিত হলুদ রঙের উপবীত অর্পণ করেন, তবে তিনি নিপুণ বেদান্তবিৎ হবেন।

শ্লোক ৩৩

পাদ্যমাচমনীয়ং চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্ ।
ধূপদীপোপহার্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চকঃ ॥ ৩৩ ॥

পাদ্যম্—পদ ধৌত করানোর জন্য জল; **আচমনীয়ম্**—মুখ প্রক্ষালণের জন্য জল; **চ**—এবং; **গন্ধম্**—সুগন্ধ; **সুমনসঃ**—পুষ্প; **অক্ষতান্**—অক্ষত শস্য; **ধূপ**—ধূপ; **দীপ**—দীপ; **উপহার্যাণি**—এইরূপ সমস্ত সামগ্রী; **দদ্যাৎ**—উপহার প্রদান করা উচিত; **মে**—আমাকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অর্চকঃ**—অর্চনকারী।

অনুবাদ

অর্চনকারীর উচিত শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে চরণ এবং মুখ প্রক্ষালণের জল, সুগন্ধী তেল, পুষ্প ও অক্ষত শস্য, তার সঙ্গে ধূপ, দীপ এবং অন্যান্য নৈবেদ্য অর্পণ করা।

শ্লোক ৩৪

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্ ।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

গুড়—গুড়; **পায়স**—পায়েস; **সর্পীংষি**—আর ঘৃত; **শষ্কুলী**—চালের ময়দা, চিনি, আর তিল দিয়ে তৈরি করে, কানের মতো আকারের এক প্রকার ঘিয়ে ভাজা পিঠে; **আপূপ**—বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি পিঠে; **মোদকান্**—চিনি আর নারকেলের পুর দিয়ে চালের ময়দার এক ধরনের ছোট পিঠে; **সংযাব**—গমের আটা, ঘি, আর দুধ দিয়ে

বানিয়ে চিনি আর মশলা দিয়ে ঢাকা এক ধরনের আয়তাকারের পিঠে; দধি—দধি; সূপান্—সব্জীসুপ; চ—এবং; নৈবেদ্যম্—নৈবেদ্য খাদ্য দ্রব্য; সতি—যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে; কল্পয়েৎ—ভক্তের ব্যবস্থা করা উচিত।

অনুবাদ

নিজের ক্ষমতার মধ্যে ভক্ত আমার জন্য মিশ্রি, পায়েস, ঘি, শষ্কুলী (চালের ময়দার পিঠে), আপূপ (বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি পিঠে), মোদক (চিনি দিয়ে রান্না করা নারকেল কোরাকে ভাপানো চালের ময়দার আবরণ দেওয়া এক প্রকার ছোট পিঠে), সংযাব (চিনি আর মশলা আবৃত ঘি আর দুধ দিয়ে তৈরি গমের ময়দার পিঠে), দই, সব্জী-সুপ এবং অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করবে।

তাৎপর্য

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের অষ্টম বিলাস, ১৫২-১৬৪ শ্লোক থেকে বিগ্রহ অর্চনে নিবেদন যোগ্য এবং অযোগ্য খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পেতে পারেন।

শ্লোক ৩৫

অভ্যঙ্গোন্মর্দনাদর্শ-দন্তধাবাভিষেচনম্ ।
অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্বণি স্যুরুতান্বহম্ ॥ ৩৫ ॥

অভ্যঙ্গ—অঞ্জন দিয়ে; উন্মর্দন—মালিশ করা; আদর্শ—দর্পণ অর্পণ করা; দন্ত-ধাব—দন্ত ধাবন; অভিষেচনম্—স্নান করানো; অন্ন—বিনা চর্বণে ভোজন যোগ্য খাদ্য নিবেদন; আদ্য—চর্ব্য খাদ্য নিবেদন; গীত—গান গাওয়া; নৃত্যানি—এবং নৃত্য; পর্বণি—বিশেষ পবিত্র তিথিতে; স্যুঃ—এই সমস্ত নৈবেদ্য তৈরি করা উচিত; উত—অন্যথায় (ক্ষমতার মধ্যে হলে); অনু-অহম্—প্রতিদিন।

অনুবাদ

বিশেষ উপলক্ষে এবং সম্ভব হলে প্রতিদিন বিগ্রহকে অঞ্জন দ্বারা মালিশ করে, দর্পণ প্রদর্শন করে, দন্ত ধাবনের জন্য ইউক্যালিপ্টাসের কাঠি অর্পণ করে, পঞ্চামৃতে অভিষেক করিয়ে সমস্ত প্রকারের উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করে তাঁর প্রীত্যর্থে নৃত্য এবং গীত করা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিগ্রহ অর্চনের পদ্ধতি এইভাবে বর্ণনা করেছেন—"প্রথমে বিগ্রহের দন্ত-ধাবন করে, তাঁর অঙ্গ সুগন্ধী তেল দ্বারা মালিশ এবং কুঙ্কুম, কর্পূর ইত্যাদি দিয়ে মর্দন করতে হবে। তারপর তাঁকে সুগন্ধী জল এবং পঞ্চামৃত দ্বারা অভিষেক করতে হবে। তারপর মূল্যবান রেশম বস্ত্র এবং রত্নখচিত অলঙ্কার

নিবেদন করে, তাঁর অঙ্গে চন্দন লেপন করে মাল্যাদি উপহার অর্পণ করতে হবে। এরপর, বিগ্রহের সম্মুখে দর্পণ প্রদর্শন করে, সুগন্ধী তেল, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচমনের জন্য সুগন্ধী জল অর্পণ করতে হয়। তাঁদের উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার উপাদেয় খাদ্য, সুগন্ধী জল, পান, মালা, আরতির দীপ, বিশ্রামের শয্যা ইত্যাদি অর্পণ করতে হবে। বিগ্রহকে বাতাস করে, বাদ্যযন্ত্র সহকারে গীত এবং নৃত্য করা উচিত। ধর্মীয় পবিত্র তিথিতে এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এইরূপ বিগ্রহ অর্চন অবশ্য করণীয়, আর সম্ভব হলে প্রতিদিনই তা করা যায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে একাদশী হচ্ছে বিশেষভাবে বিগ্রহ অর্চনের জন্য উপযুক্ত তিথি।

শ্লোক ৩৬

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাগর্তবেদিভিঃ ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্ ॥ ৩৬ ॥

বিধিনা—শাস্ত্র বিধি অনুসারে; বিহিতে—নির্মিত; কুণ্ডে—যজ্ঞস্থলে; মেখলা—পবিত্র কোমরবন্ধ দ্বারা; গর্ত—যজ্ঞের কুণ্ড; বেদিভিঃ—এবং বেদী; অগ্নিম্—অগ্নি; আধায়—স্থাপন করে; পরিতঃ—সমস্ত দিকে; সমূহেৎ—নির্মাণ করা উচিত; পাণিনা—হাত দিয়ে; উদিতম্—জ্বলন্ত।

অনুবাদ

শাস্ত্র বিধান অনুসারে স্থান নির্মাণ করে, পবিত্র মেখলা, যজ্ঞের কুণ্ড এবং বেদীতে ভক্তের উচিত যজ্ঞ সম্পাদন করা। নিজ হস্তে কাষ্ঠ অর্পণ করে ভক্ত যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করবে।

শ্লোক ৩৭

পরিস্তীর্যাথ পর্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি ।
প্রোক্ষণ্যাসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্ ॥ ৩৭ ॥

পরিস্তীর্য—(কুশ ঘাস) চড়িয়ে; অথ—তারপর; পর্যুক্ষেৎ—জল সিঞ্চন করবে; অন্বাধায়—অন্বাধান সম্পাদন করা (ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ উচ্চারণ করে অগ্নিতে কাষ্ঠ স্থাপন করা); যথাবিধি—যথাযথ বিধান অনুসারে; প্রোক্ষণ্যা—আচমন পাত্রের জল দ্বারা; আসাদ্য—ব্যবস্থা করে; দ্রব্যাণি—আহুতির দ্রব্যাদি; প্রোক্ষ্য—তাতে জল সিঞ্চন করে; অগ্নৌ—অগ্নিতে; ভাবয়েত—ধ্যান করা উচিত; মাম্—আমার প্রতি।

অনুবাদ

মাটিতে কুশ ঘাস বিছিয়ে তার উপর জল সিঞ্চন করে বিধান অনুসারে অন্বাধান সম্পাদন করা উচিত। তারপর আহুতির দ্রব্যাদি ব্যবস্থা করে আচমন পাত্র থেকে

জল সিঞ্চন করে সেগুলিকে শুদ্ধ করা উচিত। তারপর অর্চনকারী যজ্ঞাগ্নির মধ্যে আমার ধ্যান করবে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, যজ্ঞাগ্নির মধ্যে ভগবানকে পরমাত্মারূপে ধ্যান করা উচিত।

শ্লোক ৩৮-৪১

তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্ ॥ ৩৮ ॥
স্ফুরৎকিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৩৯ ॥
ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥ ৪০ ॥
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চাবদানতঃ ।
ধর্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ ॥ ৪১ ॥

তপ্ত—গলিত; জাম্বুনদ—স্বর্ণের; প্রখ্যম্—রং; শঙ্খ—তাঁর শঙ্খ; চক্র—চক্র; গদা—গদা; অম্বুজৈঃ—এবং পদ্ম; লসৎ—উজ্জ্বল; চতুঃভূজম্—চতুর্ভুজ; শান্তম্—শান্ত; পদ্ম—পদ্মের; কিঞ্জল্ক—কেশরের মতো রং; বাসসম্—তাঁর বস্ত্র; স্ফুরৎ—উজ্জ্বল; কিরীট—চূড়া; কটক—হাতের বালা; কটি সূত্র—কোমরবন্ধ; বর-অঙ্গদম্—সুন্দর বাজু; শ্রীবৎস—ভাগ্যদেবীর প্রতীক; বক্ষসম্—তাঁর বক্ষে; ভ্রাজৎ—জ্যোতিষ্মান; কৌস্তুভম্—কৌস্তুভ মণি; বনমালিনম্—বনমালা পরিহিত; ধ্যায়ন্—তাঁর ধ্যান করে; অভ্যর্চ্য—তাঁর অর্চনা করে; দারূণি—শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড; হবিষাঃ—ঘৃত দ্বারা; অভিঘৃতানি—সিক্ত; চ—এবং; প্রাস্য—অগ্নিতে নিক্ষেপ করে; আজ্য—ঘৃতের; ভাগৌ—দুটি ভাগ; আঘারৌ—আঘার সম্পাদনের সময়; দত্ত্বা—অর্পণ করে; চ—এবং; আজ্য—ঘৃত দ্বারা; প্লুতম্—সিক্ত; হবিঃ—বিভিন্ন আহুতি; জুহুয়াৎ—অগ্নিতে অর্পণ করা উচিত; মূল-মন্ত্রেণ—প্রতি বিগ্রহের নাম অনুসারে মূল মন্ত্রে; ষোড়শ-ঋচা—ষোল ছত্রের শ্লোক সমন্বিত পুরুষ সূক্ত মন্ত্র; অবদানতঃ—প্রতি ছত্রের পর আহুতি প্রদান করা; ধর্ম-আদিভ্যঃ—যমরাজাদি দেবগণকে; যথান্যায়ম্—যথানিয়মে; মন্ত্রৈঃ—প্রতি দেবতার নাম করে বিশেষ মন্ত্রে; স্বিষ্টিকৃতম্—এই নামের অনুষ্ঠান; বুধঃ—বুদ্ধিমান ভক্তগণ।

অনুবাদ

বুদ্ধিমান ভক্তগণের উচিত তপ্তকাঞ্চন বর্ণ বিশিষ্ট, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধৃত চতুর্ভুজ, শান্ত, পদ্মকেশর বর্ণ বস্ত্র পরিহিত ভগবানের ধ্যান করা। তাঁর মুকুট, হস্তবলয়, কোমরবন্ধ এবং সুন্দর বাজুবন্ধ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁর বক্ষে রয়েছে শ্রীবৎস চিহ্ন, তার সঙ্গে রয়েছে দীপ্তিমান কৌস্তুভ মণি এবং বনফুলের মালা। তারপর ভক্ত ভগবানকে ঘৃত সিক্ত কাষ্ঠখণ্ড যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করে পূজা করবে। তার উচিত ঘৃত সিক্ত আহুতির বিভিন্ন দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করে, *আঘার* অনুষ্ঠান সম্পাদন করা। তারপর ষোল ছত্রের পুরুষসূক্ত এবং প্রতি বিগ্রহের মূল মন্ত্র উচ্চারণ করে, যমরাজাদি ষোল জন দেবতাকে *স্বিষ্টি-কৃৎ* নামক আহুতি প্রদান করা উচিত। পুরুষ সূক্তের এক এক ছত্র উচ্চারণ করে ও তার সঙ্গে এক একজন বিগ্রহের নামোচ্চারণের মাধ্যমে একবার করে ঘৃতাহুতি প্রদান করবে।

শ্লোক ৪২

অভ্যর্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ ।
মূলমন্ত্রং জপেদ্ ব্রহ্ম স্মরন্ নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৪২ ॥

অভ্যর্চ্য—অর্চনা করে; অথ—তারপর; নমস্কৃত্য—সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে; পার্ষদেভ্যঃ—ভগবানের পার্ষদগণকে; বলিম্—নৈবেদ্য; হরেৎ—অর্পণ করা উচিত; মূল-মন্ত্রম্—বিগ্রহের মূলমন্ত্র; জপেৎ—নিঃশব্দে জপ করা উচিত; ব্রহ্ম—পরম সত্য; স্মরন্—স্মরণ করে; নারায়ণ-আত্মকম্—পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ রূপে।

অনুবাদ

এইভাবে যজ্ঞাগ্নিতে ভগবানের আরাধনা করে, ভক্তের উচিত ভগবানের পার্ষদগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপন করে নৈবেদ্য অর্পণ করা। তারপর সে পরম সত্য, পরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করে নিঃশব্দে ভগবৎ-বিগ্রহের মূলমন্ত্র জপ করবে।

শ্লোক ৪৩

দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ ।
মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বূলাদ্যমথার্হয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

দত্ত্বা—অর্পণ করে; আচমনম্—ভগবানের মুখ প্রক্ষালণের জন্য জল; উচ্ছেষম্—তাঁর ভুক্তাবশেষ; বিষ্বক্সেনায়—ভগবান বিষ্ণুর ব্যক্তিগত পার্ষদ, বিষ্বক্সেনকে; কল্পয়েৎ—দেওয়া উচিত; মুখ-বাসম্—মুখশুদ্ধি; সুরভিমৎ—সুবাসিত; তাম্বূল-আদ্যম্—পান-সুপারী ইত্যাদি; অথ—তারপর; অর্হয়েৎ—অর্পণ করা উচিত।

অনুবাদ

পুনরায় সে শ্রীবিগ্রহকে আচমনীয় অর্পণ করে, ভগবৎ ভুক্তাবশেষ বিষ্বক্সেনকে প্রদান করবে। তারপর সে পান-সুপারী দিয়ে তৈরি সুগন্ধী মুখবাস শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করবে।

শ্লোক ৪৪

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যান্ কর্মাণ্যভিনয়ন্ মম ।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

উপগায়ন্—সঙ্গে গান করে; গৃণন্—উচ্চৈঃস্বরে প্রতিধ্বনিত করে; নৃত্যন্—নৃত্য করে; কর্মাণি—দিব্যকর্ম; অভিনয়ন্—অভিনয় করে; মম—আমার; মৎ-কথাঃ—আমার লীলা কথা; শ্রাবয়ন্—অন্যদের শ্রবণ করিয়ে; শৃণ্বন্—নিজে শ্রবণ করে; মুহূর্তম্—কিছুক্ষণের জন্য; ক্ষণিকঃ—উদ্‌যাপনে মগ্ন; ভবেৎ—হওয়া উচিত।

অনুবাদ

অন্যদের সঙ্গে গান করে, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে, নৃত্য করে, আমার লীলাভিনয় করে, আমার কাহিনী শ্রবণ করে এবং অন্যদের শ্রবণ করিয়ে ভক্তের উচিত কিছুকালের জন্য এইরূপ উৎসবে মগ্ন হওয়া।

তাৎপর্য

পরমেশ্বরের নিয়মিত আরাধনায় নিযুক্ত ভক্তের, মাঝে মাঝে কীর্তন করে, ভগবৎ লীলাকথা শ্রবণ করে, নৃত্য করে, অন্যান্য উৎসবে পরমানন্দে মগ্ন হওয়া উচিত। মুহূর্তম্ "কিছু সময়ের জন্য" শব্দটি সূচিত করে, তথাকথিত পরমানন্দের নামে ভক্তের বিধি-নিষেধ এবং ভগবৎ সেবায় যাতে অবহেলা না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া। শ্রবণ, কীর্তন এবং নৃত্য করে পরমানন্দে মগ্ন হলেও ভক্তের নিয়মিত ভগবৎ-সেবার প্রথা ত্যাগ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৪৫

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি ।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ৪৫ ॥

স্তবৈঃ—শাস্ত্রীয় প্রার্থনার দ্বারা; উচ্চ-অবচৈঃ—কম-বেশি বৈচিত্র্যের; স্তোত্রৈঃ—এবং মনুষ্য প্রণীত প্রার্থনা দ্বারা; পৌরাণৈঃ—পুরাণসমূহ থেকে; প্রাকৃতৈঃ—সাধারণ উৎস থেকে; অপি—ও; স্তুত্বা—এইভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে; প্রসীদ—কৃপা প্রদর্শন করুন; ভগবন্—হে প্রভু; ইতি—এইরূপে বলে; বন্দেত—বন্দনা করা উচিত; দণ্ডবৎ—দণ্ডের মতো ভূমিষ্ঠ হয়ে।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত পুরাণ, অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্র, এবং সাধারণ প্রথা থেকেও সমস্ত প্রকার মন্ত্র এবং প্রার্থনা উচ্চারণ করে ভগবানকে প্রণাম জানানো। "হে ভগবান, অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হোন!" বলে প্রার্থনা করে তার উচিত দণ্ডের মতো সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করা।

শ্লোক ৪৬

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাং চ পরস্পরম্ ।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৪৬ ॥

শিরঃ—তার মস্তক; মৎ-পাদয়োঃ—আমার চরণযুগলে; কৃত্বা—স্থাপন করে; বাহুভ্যাম্—বাহুদ্বয় দ্বারা; চ—এবং; পরস্পরম্—একত্রে (বিগ্রহের চরণদ্বয় আঁকড়ে ধরে); প্রপন্নম্—শরণাগতকে; পাহি—অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন; মাম্—আমাকে; ঈশ—হে প্রভু; ভীতম্—ভীত; মৃত্যু—মৃত্যুর; গ্রহ—মুখ; অর্ণবাৎ—এই ভবসমুদ্রের।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহের চরণযুগলে মস্তক স্থাপন করে, সে তারপর করজোড়ে ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনা করবে, "হে ভগবান, আপনার প্রতি শরণাগত আমাকে অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন। মৃত্যুর মুখ গহ্বরে দণ্ডায়মান আমি ভব সমুদ্রে পতিত হয়ে অত্যন্ত ভীত বোধ করছি।"

শ্লোক ৪৭

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্ ।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যাং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি—এইভাবে প্রার্থনা করে; শেষাম্—নির্মাল্য; ময়া—আমার দ্বারা; দত্তাম্—প্রদত্ত; শিরসি—মস্তকোপরে; আধায়—স্থাপন করে; স-আদরম্—শ্রদ্ধা সহকারে; উদ্বাসয়েৎ—বিগ্রহকে বিদায় দেওয়া উচিত; চেৎ—যদি; উদ্‌বাস্যম্—যদি এইরূপই হওয়ার থাকে; জ্যোতিঃ—আলোক; জ্যোতিষি—আলোকের মধ্যে; তৎ—সেই; পুনঃ—পুনরায়।

অনুবাদ

এইরূপে প্রার্থনা করে ভক্তের উচিত আমার দ্বারা প্রদত্ত নির্মাল্য শ্রদ্ধা সহকারে তার মস্তকে ধারণ করা। সেই বিশেষ বিগ্রহ অর্চনার শেষে তাঁকে বিসর্জন দেওয়ার কথা থাকলে, ভক্ত পুনরায় বিগ্রহের উপস্থিতির আলোককে তার নিজ হৃৎপদ্মের আলোকের মধ্যে স্থাপন করে সেটি সম্পাদন করবে।

শ্লোক ৪৮

অর্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চয়েৎ ।
সর্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অর্চাদিষু—শ্রীবিগ্রহ এবং পরমেশ্বর ভগবানের অন্যান্য অভিব্যক্তিতে; যদা—যখনই; যত্র—যে রূপেই; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা বর্ধিত হয়; মাম্—আমাকে; তত্র—সেখানে; চ—এবং; অর্চয়েৎ—অর্চনা করা উচিত; সর্বভূতেষু—সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে; আত্মনি—ভিন্নভাবে, আমার আদিরূপে; চ—এবং; সর্ব-আত্মা—সকলের আদি আত্মা; অহম্—আমি হই; অবস্থিতঃ—সেইরূপে অবস্থিত।

অনুবাদ

আমার শ্রীবিগ্রহরূপে অথবা অন্যান্য যথার্থ অভিব্যক্তির মধ্যে—যখনই কেউ আমার প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে—তার উচিত আমাকে সেইরূপে আরাধনা করা। আমি সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে আবার আমার আদিরূপে, ভিন্নভাবেও, অবশ্যই অবস্থিত, যেহেতু আমি হচ্ছি সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

অর্চনকারীর বিশেষ ধরনের বিশ্বাস অনুসারে পরমেশ্বরের আরাধনা করা হয়ে থাকে। এখানে অর্চা বিগ্রহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা পারমার্থিক অগ্রগতি লাভের জন্য শ্রীবিগ্রহ অর্চন গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, বাহ্যিকভাবে শ্রীবিগ্রহ মর্মর বা ধাতুর মতো বাহ্যিক উপাদান দিয়ে নির্মিত, তাই অনভিজ্ঞ লোকেরা ভাবতে পারে যে, বিগ্রহ অর্চন করা হয় উপাসকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। অনুমোদিত মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পদ্ধতির মাধ্যমে ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ জানান। নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা যায় যে, শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। সেই পর্যায়ে, বিগ্রহ অর্চনের শক্তিতে ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। এইরূপ আরও উন্নত স্তরে তিনি ভগবানের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে ইচ্ছা করেন, আর তিনি বৈষ্ণব সমাজে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হলে, জড় জীবন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হন।

শ্লোক ৪৯

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ৪৯ ॥

এবম্—এইভাবে; ক্রিয়াযোগ—নিয়মিত বিগ্রহ অর্চনের; পথৈঃ—পদ্ধতির দ্বারা; পুমান্—মানুষ; বৈদিক-তান্ত্রিকৈঃ—বেদ এবং তন্ত্রে বর্ণিত; অর্চন্—অর্চনা করা; উভয়তঃ—ইহলোকে এবং পরলোকে; সিদ্ধিম্—সিদ্ধি; মত্তঃ—আমা থেকে; বিন্দতি—লাভ করে; অভীপ্সিতম্—ঈপ্সিত।

অনুবাদ

বেদ এবং তন্ত্রের বিভিন্ন অনুমোদিত পদ্ধতির মাধ্যমে আমার অর্চনা করলে সে আমার নিকট থেকে এই জন্মে এবং পরজন্মে তার বাসনা অনুসারে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক ৫০

মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্ দৃঢ়ম্ ।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ ॥ ৫০ ॥

মৎ-অর্চাম্—আমার অর্চা রূপ; সম্প্রতিষ্ঠাপ্য—যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করে; মন্দিরম্—মন্দির; কারয়েৎ—নির্মাণ করা উচিত; দৃঢ়ম্—দৃঢ়; পুষ্প-উদ্যানানি—পুষ্পোদ্যান সমূহ; রম্যাণি—রমণীয়; পূজা—নিয়মিত প্রতিদিন অর্চনের জন্য; যাত্রা—বিশেষ উৎসব; উৎসব—এবং বাৎসরিক পবিত্র দিবস; আশ্রিতান্—সরিয়ে রাখা।

অনুবাদ

ভক্তের উচিত সুন্দর উদ্যান সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ মন্দির আরও দৃঢ়ভাবে নির্মাণ করে তাতে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্যানগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজার জন্য, বিগ্রহ নিয়ে বিশেষ শোভাযাত্রা, এবং পবিত্র তিথি উদ্‌যাপনের জন্য যাতে ফুল পাওয়া যায় তার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

তাৎপর্য

ঐশ্বর্যবান ধার্মিক ব্যক্তিগণের শ্রীবিগ্রহের আনন্দ বর্ধনের জন্য মন্দির এবং উদ্যান নির্মাণে ব্রতী হওয়া উচিত। *দৃঢ়ম্* শব্দটি সূচিত করে যে, মন্দির নির্মাণ হওয়া উচিত সর্বাপেক্ষা দৃঢ়রূপে।

শ্লোক ৫১

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্বস্বথান্বহম্ ।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ ॥ ৫১ ॥

পূজা-আদীনাম্—নিয়মিত পূজা এবং বিশেষ উৎসবগুলিতে; প্রবাহ-অর্থম্—নির্বাহ সুনিশ্চয়ার্থে; মহা-পর্বসু—শুভ উপলক্ষগুলিতে; অথ—এবং; অনু-অহম্—প্রত্যহ;

ক্ষেত্র—ভূমি; আপণ—দোকান-পাট; পুর—নগর; গ্রামান্—এবং গ্রাম; দত্ত্বা—বিগ্রহকে উপহাররূপে অর্পণ করে; মৎ-সার্ষ্টিতাম্—আমার তুল্য ঐশ্বর্য; ইয়াৎ—লাভ করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের নিয়মিত প্রাত্যহিক পূজা এবং বিশেষ উৎসব যাতে চিরকাল চলতে থাকে তার জন্য বিগ্রহকে ভূমি, বাজার, শহর এবং গ্রাম উপহাররূপে অর্পণ করে, সে আমার সমান ঐশ্বর্য লাভ করে।

তাৎপর্য

শ্রীবিগ্রহের নামে ভূমি অর্পণ করে, তা থেকে ভাড়া এবং কৃষি উৎপাদন, উভয়ভাবে নিয়মিত অর্থাগম হবে, যাতে শ্রীবিগ্রহকে ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে আরাধনা করা যায়। যে ভক্ত উপরিলিখিত ব্যবস্থাপনা করবেন, তিনি নিশ্চয় পরমেশ্বরের মতো ঐশ্বর্য লাভ করবেন।

শ্লোক ৫২

প্রতিষ্ঠয়া সার্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্ ।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ ॥ ৫২ ॥

প্রতিষ্ঠয়া—বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দ্বারা; সার্বভৌমম্—সারা বিশ্বের উপর সার্বভৌমত্ব; সদ্মনা—ভগবানের মন্দির নির্মাণের দ্বারা; ভুবন-ত্রয়ম্—ত্রিভুবনের রাজত্ব; পূজা-আদিনা—পূজা এবং অন্যান্য সেবার দ্বারা; ব্রহ্ম-লোকম্—ব্রহ্মলোক; ত্রিভিঃ—তিনটির দ্বারাই; মৎ-সাম্যতাম্—আমার সমপর্যায় (আমার মতো দিব্য, চিন্ময়রূপ লাভ করে); ইয়াৎ—লাভ করে।

অনুবাদ

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে সারা বিশ্বের রাজা হতে পারে, ভগবানের মন্দির নির্মাণ করলে ত্রিভুবনের শাসক হতে পারে, বিগ্রহের সেবা-পূজা করলে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, আর যে ব্যক্তি এই তিনটি কার্যই সম্পাদন করে সে আমার নিজের মতো দিব্য রূপ লাভ করে।

শ্লোক ৫৩

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি ।
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ৫৩ ॥

মাম্—আমাকে; এব—বাস্তবে; নৈরপেক্ষ্যেণ—স্বার্থ বুদ্ধিশূন্য হয়ে; ভক্তিযোগেন—ভক্তিযোগের দ্বারা; বিন্দতি—লাভ করে; ভক্তিযোগম্—ভক্তিযোগ; সঃ—সে; লভতে—লাভ করে; এবম্—এইভাবে; যঃ—যাকে; পূজয়েত—পূজা করে; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

কিন্তু যে সকাম কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে কেবলই ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, সে আমাকেই লাভ করে। আমার দ্বারা বর্ণিত পদ্ধতিতে যে আমার অর্চনা করবে অবশেষে সে আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্বের দুটি শ্লোকে বলেছেন সকাম কর্মীদের আকৃষ্ট করার জন্য, আর এখন ভগবৎ আরাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণিত হচ্ছে। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও, ভগবৎ প্রেমই হচ্ছে পরম আনন্দ।

শ্লোক ৫৪

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড্ভুগ্ বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৫৪ ॥

যঃ—যে; স্বদত্তাম্—তার দ্বারা পূর্বে প্রদত্ত; পরৈঃ—অন্যদের দ্বারা; দত্তাম্—প্রদত্ত; হরেত—হরণ করে; সুর-বিপ্রয়োঃ—দেবতা কিংবা ব্রাহ্মণ কুলের; বৃত্তিম্—সম্পত্তি; সঃ—সে; জায়তে—জন্মগ্রহণ করে; বিট্-ভুক্—বিষ্ঠাভোজী কীট; বর্ষাণাম্—বৎসরের জন্য; অযুত—দশ হাজার; অযুতম্—গুণিতক দশ হাজার।

অনুবাদ

নিজে অথবা অন্য কারও প্রদত্ত দেবতা অথবা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি যদি কেউ অপহরণ করে, সে ব্যক্তি দশ কোটি বৎসর ব্যাপী বিষ্ঠার কীট রূপে বাস করবে।

শ্লোক ৫৫

কর্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ ।
কর্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্ ॥ ৫৫ ॥

কর্তুঃ—কর্তার; চ—এবং; সারথেঃ—সহায়কের; হেতোঃ—কুকর্মে প্ররোচকের; অনুমোদিতুঃ—যিনি অনুমোদন করেন; এব চ—ও; কর্মণাম্—সকাম প্রতিক্রিয়ার;

ভাগিনঃ—ভাগীদারের; প্রেত্য—পরবর্তী জীবনে; ভূয়ঃ—আরও গভীরভাবে; ভূয়সি—কর্মটি যত গভীর, ততটা; তৎ—তার জন্য (অবশ্যই দুঃখ পাবে); ফলম্—ফলস্বরূপ।

অনুবাদ

কেবলমাত্র সেই চৌর্যকর্মের কর্তাই নয়, যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে, সেই কুকর্মে প্ররোচিত করবে, অথবা কেবল তার অনুমোদন করবে, পরবর্তী জীবনে তাকেও প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হবে। যে, যে পরিমাণে তাতে জড়িত হবে, সে, সেই অনুসারে উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করবে।

তাৎপর্য

ভগবানের অথবা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির পূজার জন্য উদ্দিষ্ট সামগ্রী আত্মসাৎ করা যে কোন মূল্যে বর্জন করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'শ্রীবিগ্রহ অর্চন বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ' নামক সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।